W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 34/ WBHRC/SMC/2019

Date: 05. 03. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 02. 03. 2019, the news item is captioned ' জমছে বর্জ্য, বাড়ছে মশা'

Chairman, New Town Kolkata Development Authority is directed to look into the matter and to furnish a report by 16th April, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

■ **অবরুদ্ধ:** প্লাস্টিক আর জঞ্জালে বুজে আছে নিচু জমি। *নিজস্ব চিত্র*

Chairman NKDA

জমছে বর্জ্য, বাড়ছে মশা

নিজস্ব সংবাদদাতা

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে সাদা জলের ডোবা। তাতে ভাসছে প্লাস্টিক থেকে থার্মোকলের বাক্স। যত্রতত্র পড়ে আবর্জনা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এ যেন আস্ত মশার আতুঁড়ঘর। নিউ টাউনের সাপুরজি বাজারের পিছনের ছবিটা এমনই।

সাপুরজির ওই অস্থায়ী বাজারে আনাজ, মাছের দোকান, খাবারের দোকান, মোটরবাইক মেরামতির দোকান মিলিয়ে প্রায় শতাধিক দোকান রয়েছে। সেই সব দোকানের আবর্জনা ফেলা হয় তার পিছনের দিকের ওই নিচু জমিতে। ওই জমির একটা বড় অংশে জল জমে কাদা কাদা অবস্থা তৈরি হয়েছে। আবর্জনা আর জমা জলের মিশেলে দুর্গন্ধে টেকা দায়। ওই এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। বাজারের কাছে বেশ কয়েকটি আবাসনও রয়েছে। মশার প্রকোপও বৃদ্ধিতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ দাবি করছেন, পিছনের জমিতে নয়, প্রশাসনের দেওয়া ডাস্টবিনেই দোকানের আবর্জনা ফেলে থাকেন তাঁরা। তা হলে এই অবস্থা হচ্ছে কী ভাবে? ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই বাজারে বেশ কয়েকটি খাবারের স্টল এবং রেস্তরাঁ রয়েছে। সেখানে জলের কলও রয়েছে। কিন্তু নেই কোনও নিকাশি ব্যবস্থা। তাই কেউ কেউ পিছনের জমিতে আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হন বলেই দাবি ওই ব্যবসায়ীদের। তবে এর জেরে মশার প্রকোপ যে বাড়ছে, তা মেনে নিচ্ছেন ওই ব্যবসায়ীরা। সাগর মণ্ডল নামে এক দোকানদারের কথায়, "সন্ধ্যার পর থেকেই মশার উপদ্রব খুব বেড়ে যায়।"

সাপুরজির ওই অস্থায়ী বাজারে আগুন লেগে সম্প্রতি প্রায় ৪০টিরও বেশি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুও হয়েছে। ওই ঘটনার পরে বাজারে ফের নতুন করে দোকান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ বার কী তা হলে পিছনের জমিতে আবর্জনা জড়ো করার এই প্রবণতা কমবে? স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ নিয়ে আশার কথা শোনাতে না পারলেও নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন জানাচ্ছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পুরাতন সোনা ও রূপা নগদ অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়।
এ. জি. জুয়েলারী